যুগান্তর

তারিখ 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা

আগামী বছর থেকে এমসিকিউ ৩০ সিকিউ ৭০ নম্বরে

মুসতাক আহমদ

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (এমসিকিউ) ৩০ নম্বর এবং সৃজনশীল প্রশ্ন (সিকিউ) ৭০ নম্বরের হবে। তবে যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক আছে, তাতে এমসিকিউ ২৫ নম্বর, সিকিউ ৫০ নম্বর এবং আগের মতোই ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে ২৫ নম্বরে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশনাসহ সার্কুলার সোমবার জারি করেছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। আগামী বছর থেকে এই নির্দেশনা বাস্তবায়িত হবে। আগে এমসিকিউ ৪০ ও সিকিউ ৬০ নম্বরে ছিল।

> ২০১৮ সালের পরীক্ষা সারা দেশে একই প্রশ্নে নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত

এদিকে ২০১৮ সালের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন সারা দেশে একই প্রশ্নে নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। সব শিক্ষার্থীকে একই মানদণ্ডে মূল্যায়নের জন্য এই পদ্ধতি আবার প্রবর্তন করা হবে। সর্বশেষ ২০১৪ সালের জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা সারা দেশে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নফাঁস ঠেকাতে গত বছর ও এ বছরের উল্লিখিত তিন পরীক্ষা বোর্ডভিত্তিক আলাদা প্রশ্নে নেয়া হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের শীর্ষ কর্মকর্তা এসব তথ্য নিশ্চিত করে বলেছেন, এ মাসের প্রথমদিকে কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত আবাসিক কর্মশালায় সারা দেশে আবারও অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে শিক্ষা উন্নয়নে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে প্রণীত কমিটিতে। ওই কমিটি শিক্ষামন্ত্রীকে শিক্ষা বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান সোমবার বিকালে টেলিফোনে যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার নতুন নম্বর বণ্টন ও প্রশ্ন ব্যবস্থা সংক্রান্ত সার্কুলার জারি করেছি। এখন স্কুলের টেস্ট ও প্রিটেস্ট পরীক্ষা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেই নিতে হবে। স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠানে এই নির্দেশনা বলবৎ হবে।' ২০১৮ সাল থেকে অভিন্ন প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত হওয়ার বিষয়টিও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

স্কুল ও কলেজের সব অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা নতুন মানবণ্টন অনুযায়ী নেয়ার জন্য গত ৮ সেপ্টেম্বর চারটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ সোমবার আরেকটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয়, সম্পূর্ণ সিলেবাস থেকে এমসিকিউ ও সিকিউ হবে। বিষয়ভিত্তিক মানবণ্টনে বলা হয়েছে, বাংলায় ৭০ নম্বর থাকবে সৃজনশীল প্রশ্নে (সিকিউ)। ৩০ নম্বর থাকবে বহুনির্বাচনী (এমসিকিউ) প্রশ্নে। এর ফলে এখন থেকে এমসিকিউ প্রশ্ন থাকবে ৩০টি আর সিকিউ থাকবে ১১টি। ১১টি প্রশ্নের ৪টি গদ্য, ৩টি কবিতা এবং ২টি করে উপন্যাস ও নাটক থেকে থাকবে। এর মধ্যে গদ্য ও কবিতা থেকে ন্যূনতম ২টি করে এবং উপন্যাস ও ■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ১

এমসিকিউ ৩০ সিকিউ ৭০ নম্বরে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নাটক থেকে একটি করেসহ মোট ৭টি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। বহুনির্বাচনী প্রশ্নের ৩০টির মধ্যে ১২টি করে গদ্য ও পদ্য থেকে, ৩টি করে নাটক ও উপন্যাস থেকে থাকবে। ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র এবং বাংলা দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষা সৃজনশীলে হয় না। এসব বিষয়ে নম্বর বণ্টন ব্যবস্থা আগের মতোই থাকছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পরীক্ষায় ২৫ নম্বর ব্যবহারিক ও ৭৫ নম্বর তত্ত্বীয় প্রশ্ন থাকবে। এই ৭৫ নম্বরের মধ্যে ২৫ নম্বর এমসিকিউ ও বাকি সিকিউ প্রশ্ন হবে। এভাবে পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যাসহ ব্যবহারিকের অন্যান্য বিষয়ের নম্বর বণ্টন করা হয়েছে। একইভাবে যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক নেই সেসব বিষয়ের প্রশ্ন ও নম্বর উল্লিখিত বাংলা প্রথম পত্রের মতো হবে। বিজ্ঞানে এমসিকিউ প্রশ্নের ক্ষেত্রে ৮টি সহজমান, ১২টি মধ্যম মান এবং ৫টি উচ্চ বা কঠিন মানের থাকবে। বিজ্ঞানে সৃজনশীল পরীক্ষা ৫০ নম্বরের হওয়ায় প্রশ্ন সংখ্যা হবে ১০টি। এর মধ্যে ২টি সহজ মান এবং ৪টি করে যথাক্রমে মধ্যম ও কঠিন মানের করা হবে। বিজনেস স্টাডিজের বিষয়গুলোতে এমসিকিউ প্রশ্ন ২৫ থেকে ৩৫ শতাংশ হবে যথাক্রমে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের। ১৫ থেকে ২৫ শতাংশ প্রশ্ন হবে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তরের। এই ধারা মানবিকের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও অনুসরণ করা হবে।

জানা গেছে, গত ৭ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক সভায় এমসিকিউ প্রশ্নের পূর্ণ নম্বর কমানো ও সিকিউ অংশে বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। এরপর নম্বর বণ্টন ও প্রশ্ন ব্যবস্থা নির্ধারণেই প্রায় এক বছর লেগে গেল। বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা বলছেন, যদি তখনই এই নম্বর ও প্রশ্ন ব্যবস্থা প্রকাশ করা হতো তাহলে নবম বা একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীতে নেয়া সব পরীক্ষা বোর্ড পরীক্ষার আদলে নেয়া যেত। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ অযথাই বিলম্ব করেছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, 'হ্যাঁ একটু দেরি হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত যেহেতু এক বছর আগের। অনেকেই এসব জানেন। সুতরাং সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, গেল কয়েক বছর ধরে এমসিকিউ প্রশ্নফাঁস এবং ছাত্র-শিক্ষক যৌথভাবে নকল করে উত্তর দেয়ার ঘটনা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত হয়েছে। এ কারণে গত ৭ অক্টোবরের সভায় তাৎক্ষণিক সমাধান হিসেবে ২০১৬ সালের এমসিকিউ পরীক্ষা সৃজনশীল পরীক্ষার আগেই নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত এবারের এসএসসি ও এইচএসসিতে বাস্তবায়নও করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থী মূল্যায়ন আরও যথাযথ করতে এমসিকিউ প্রশ্ন কমানোর সিদ্ধান্ত হয় ওই সভায়।